গড়াই নদীর ভাঙ্গন রোধে বাঁধ নির্মাণ করছে স্থানীয়রা

এখানে মিলে গেছে কবি গুরুর সেই গানের পংক্তি, ‘‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে’’। গড়াই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনে বদলে যাচ্ছে ঝিনাইদহের শৈলকুপার গড়াই নদী পাড়ের দৃশ্যপট। গ্রামের পর গ্রামের বেশীর ভাগ অংশ বিলীন হয়ে গেছে নদীতে । নদী পাড়রে বাসিন্দারা বাঁধ নির্মাণে কোন জন প্রতিনিধি, মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি সহ দায়িত্বশীল ও স্থানীয় প্রশাসনের কাউকেই পাচ্ছে না। এমন অবস্থায় ভাঙ্গনকবলিত অসহায় মানুষগুলো নিজেরাই মাটি কেটে বস্তায় ভরে কোলে-পিঠে, ঘাড়ে বাঁধিয়ে ফেলছে ভাঙ্গনপাড়ে । এরই মাঝে ১হাজার বস্তা বালি-মাটি তারা ফেলেছে। ঘুম-খাওয়া- দাওয়া, স্বজন-পরিজন, সাংসারিক কাজ ফেলে ভোর হলেই সবাই ঝুড়ি-কোদাল আর বস্তা নিয়ে নেমে পড়ছে মাঠে। ভ’মিহীন, অসহায় আর সর্বস্ব হারানো শ্রমজীবি মানুষগুলোর এমন উদ্যোগ এক অভাবনীয় মেলবন্ধনে আবদ্ধ করেছে সবাই কে। কিন্তু তারা জানেনা যেখানে কোটি কোটি টাকার স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ অত্যাবশ্যক সেখানে এমন বালি-মাটির বস্তা ফেলে কতদিন ঠেকাতে পারবে তাদের বাড়িঘর! বড়ুরিয়া গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, নিজেরা মাটি কেটে বস্তা ভরে ভাঙ্গনের মুখে ফেলে বাড়ি-ঘর রক্ষার চেষ্টা করছি। কেউ তো আমাদের পাশে নেই !
সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ঝিনাইদহের শৈলকূপায় গড়াই নদীর অবিরাম ভাঙ্গনে বদলে যাচ্ছে সারুটিয়া,হাকিমপুর ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রাম। গ্রামগুলির মসজিদ-মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ফসলীজমি, বাড়ি-ঘর কিছুই আর বাকী থাকছে না। নদীগর্ভে সবকিছু হারিয়ে অনেকেই এখন নিঃস্ব। সেইসাথে হুমকির মধ্যে পড়েছে প্রায় ২০ কিলোমিটারের মত বেঁড়িবাধ।
অব্যহত ভাঙ্গনে চরম ঝুঁকিতে আছে সারুটিয়া ইউনিয়নের বড়ুরিয়া থেকে কৃষ্ণনগর, হাকিমপুর ইউনিয়নের মাদলা, খুলুমবাড়িয়া, ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের কাশিনাথপুর, মাজদিয়া,উলুবাড়িয়া, নতুনভুক্ত মালিথিয়া ও লাঙ্গলবাঁধ বাজার।
দীর্ঘদিন যাবৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সংস্কার না হওয়ায় ফাটল ধরে তা নদীগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। ২যুগ ধরে একে একে গড়াই নদী ভাঙ্গনের

কবলে পড়ে বদলে গেছে উপজেলার তিন ইউনিয়নের মানচিত্রের বড় একটি অংশ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বড়ুরিয়া- কৃষ্ণনগর, খুলুমবাড়ি,মাদলা, কাশিনাথপুর ও লাঙ্গলবাঁধ। ভিটেবাড়ি, জমিজমা সহায়-সম্বল হারিয়ে কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছেন পাউবোর প্রধান সেচ খালের ধারে আবার বড়ুরিয়া- কৃষ্ণনগর এলাকার নদীগর্ভে জমা-জমি ও ঘরবাড়ি হারানো অনেক পরিবার নদীর ওপারে কুষ্টিয়া জেলায় জেগে ওঠা চরে জীবনযাপনের জন্য ভূমিহীন হিসাবে আশ্রয় নিয়েছেন।
এ বছর বর্ষার পানি বাড়াতে আবার দেখা দিয়েছে গড়াই নদী ভাঙনের ভয়াল রূপ। নদীগর্ভে ভিটে-মাটি চাষাবাদের জমি ও সহায়-সম্বল হারানো গৃহহীনরা সত্বর বেড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে নদী ভাঙন রূখতে সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।
কৃষ্ণনগরের শামসুল আলম বলেন, গড়াই নদীর তীব্র ভাঙনে আমাদের বাড়ি সহ অনেক বাড়ি ফসলি জমি যে কোন সময় নদীতে বিলিন হতে পারে। খুবই আতংকের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। সহায় সম্বল হারানো বড়ুলিয়া গ্রামের আঃ করিম বলেন, নদীগর্ভে সবকিছু হারিয়ে পাউবোর একটি মৃতপ্রায় খালের ধারে আশ্রয় নিয়েছি। তিনি জানান, অনেক পরিবারই এভাবে খালের ধারে আশ্রয় নিয়েছে।
বড়ুরিয়া থেকে লাঙ্গলবাঁধ বাজার পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার বেড়িবাধ দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে নদীতে মিশে গেছে, যা অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বলে মনে করেন ভূক্তভোগীরা ।
গড়াই নদীর ভাঙ্গন কবলিত সারুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুন জানান, বড় ধরনের বরাদ্ধ হলে স্থায়ী বাঁধই একমাত্র সমাধান। তাছাড়া নদীর ভাঙ্গন ঠেকানো যাবে না। প্রতিবছর অস্থায়ী কিছু কার্যক্রম চললেও তা সমাধানের পথ না।
এব্যাপারে ঝিনাইদাহ পাউবো নির্বাহী প্রকৌশলী জহুরুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু কাজও শুরু করেছি পর্যায়ক্রমে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

কুষ্টিয়ায় আরও ৭ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১৪৩

কুষ্টিয়ার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে করোনায় ছয়জন এবং উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন।

মঙ্গলবার (০৩ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে বুধবার (০৪ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ২০০ শয্যার করোনা ইউনিটে সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন ২২৭ জন। এর মধ্যে করোনা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন ১৮৮ জন এবং ৩৯ জন উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন।

এদিকে নতুন ৩৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১৪৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় করোনা শনাক্তের হার ৩৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

নতুন করে শনাক্ত হওয়া ১৪৩ জনের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৭৪ জন, দৌলতপুরের ১১ জন, কুমারখালীর পাঁচজন, ভেড়ামারার ১০ জন, মিরপুরের ২১ জন এবং খোকসা উপজেলার ২২ জন রয়েছেন।

জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮৯ জনে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ২৭২ জনে।

এখন পর্যন্ত জেলায় ৮৯ হাজার ৮১ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে ৮৩ হাজার ৪২০ জনের। বর্তমানে কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ১৬৩ জন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ২৫৮ জন ও হোম আইসোলেশনে আছেন ২ হাজার ৯০৫ জন।

অভিযুক্ত খুনি সুজন গ্রেফতার ॥ থানায় প্রেস ব্রিফিং

গত শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে দর্শনা পৌর শহরের ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদপাড়ার আসানুল ইসলামের ছেলে জাকির হোসেন (১৯) ও একই পাড়ার আমজাদ আলীর ছেলে সুজন পাপড় ভাজা খাচ্ছিলো। এ সময় জাকির ও সুজনের মধ্যে বাক-বিতন্ডার ঘটনা ঘটে। এর এক পর্যায়ে সুজনের বাবাকে গলা ছিলা ও কান কালা বলে কটাক্ষ করে জাকির।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুজন দৌড়ে বাড়ি থেকে তার বাবা সহ কয়েকজন ধারালো ছুরি এনে হানা দেয় জাকিরের উপর। এ সময় একইপাড়ার তাহার আলীর ছেলে শহিদুল ইসলাম ঠেকাতে আসলে তার বুকে স্বজোরে ছুরিকাঘাত করে সুজন। সুজনের ছুরিকাঘাতে আরো রক্তাক্ত জখম হন শহিদুলের ছেলে ইলফাজ (২২), ফরিদ (৩৫) ও জাকির (২০)।

আহতদের মধ্যে শহিদুলকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সুজন, ইলফাজ ও জাকির দর্শনা কলেজ পড়ুয়া ছাত্র। তাদের মধ্যে ছিলো গভীর বন্ধুত্বও। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিনই বিকাল ৩ টার দিকে মারা যান শহিদুল ইসলাম। এ দিকে অবস্থা বেগতিক বুঝে সুজন সহ তার পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে গা ঢাকা।

এ ঘটনায় নিহত শহিদুলের মেয়ে আমেনা খাতুন বাদি হয়ে সুজনকে প্রধান আসামী করে ৬ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেন। এ মামলার বাকী আসামীর তালিকায় রয়েছে গফুর মিয়ার ছেলে আমজাদ আলী (৪৫), আমজাদ আলীর ছেলে শামীম হোসেন (২৬), আমজাদ আলীর স্ত্রী গোলেহার খাতুন (৪২) মশিউর রহমান ছোটনের স্ত্রী কাজল (৩০) ও বক্স মন্ডলের ছেলে সোলাইমান (৩৮)।

গত সোমবার রাত সাড়ে ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহব্বুর রহমান রহমান কাজলের নেতৃত্বে, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, ইন্সপেক্টর (অপরেশন) আবু সাঈদ, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, জীবননগর থানার এসআই মেফাউল হাসান এবং এএসআই ইমামুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালান চালান ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর উপজেলার ঘুগরি পান্তাপাড়া ইউনিয়নের মানিকদিহি গ্রামে।

ওই গ্রামের জনৈক ব্যাক্তি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত খুনি সুজনকে। সুজনকে গ্রেফতারের পর করা হয় পুলিশি জিজ্ঞাবাদ। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের ঘটনার কথা স্বিকার করেছে।

এ ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে প্রেস ব্রিফিং দেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম। উপস্থিত ছিলেন সহকারি পুলিশ সুপার মোঃ সাজিদ হোসেন, দর্শনা থানার ওসি মাহব্বুর রহমান কাজল, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) শেখ মাহবুবুর রহমান, ইন্সপেক্টর (অপরেশন) আবু সাঈদ, সেকেন্ট অফিসার এসআই আহম্মদ আলী, এসআই আ. রহমান খান, সুমন্ত বিশ্বাস, শিহাব উদ্দিন, মাহমুদুল হাসান মিন্টু, মাজহারুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

এ সময় শহিদুল হত্যাকান্ড সহ সুজনকে গ্রেফতারের ব্যাপারে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম। এ মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর আবু সাঈদ জানান, গ্রেফতারকৃত সুজনকে আজ বুধবার সোপর্দ করা হতে পারে আদালতে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুজনকে ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদনও করা হতে পারে।

দামুড়হুদায় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সন্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে এক প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আগষ্ট মাসে সারাবিশ্বে নেমে আসে শেকের ছায়া। শোকাবহ আগষ্টের আজ চতুর্থ দিন। ১৯৭৫ সালের সালের এ মাসেই বাঙালি জাতি হারিয়েছিলেন স্বাধীনতার মহান স্থাপিত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানকে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর।

প্রধান অতিথি’র বক্তব্যে এমপি আলী আজগার টগর বলেন,বাঙ্গালির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে আজ বাংলাদেশ আরো অনেক এগিয়ে যেতো। এরপরও তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলো মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগতি থামানো যায়নি। অতচ আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা লাভ করিয়েছেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু, উপজেলা আঃ লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু,সাধারণ সম্পাদক মাহ্ফুজ’র রহমান মন্জু,দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, উপজেলা কৃষি অফিসার সম্প্রসারণ অফিসার মাসুম আব্দুল্লাহ, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান, সমাজসেবা অফিসার গোলাম ছানোয়ার,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আঃ মতিন, নির্বাচন অফিসার ইসহাক, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, বন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ূব আলী, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন,দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান কাজল,প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজী আঃ কাদির, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়রত আলী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন,উপজেলা আনসার ও জিডিপি’র প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ এনামুল করীম ইনু,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন হোসেন, হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন সহ স্থানীয় সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের করোনা সংকট মোকাবিলা করতে করোনাকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কর্মসূচি পালনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সল্প পরিসরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধু মুরালে পুষ্পস্তবক ও মাল্যদান, আলোচনা সভা, অনলাইনের মাধ্যমে রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, উপজেলার সকল এতিমখানায় উপহার সামগ্রী, হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে উন্নত মানের খাবার বিতরণ সহ ধর্মীয় সকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা,সহ অন্যআন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা করার সীদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কেরুজ কমপ্লেক্সে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১শ সাড়ে ৪ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন

দেশের সবগুলো চিনিকল যখন লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে গভীর জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, তখনো সরকারকে প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব দিয়েও মুনাফা অর্জন করেছে কেরুজ কমপ্লেক্স। কেরুজ কমপ্লেক্স বরাবরের মতো গত অর্থ বছরেও মুনাফা অর্জন হয়েছে ১শ সাড়ে ৪ কোটি টাকা।

সরকারের রাজস্ব খাতায় ৭৩ কোটি জমা দিয়েও মিলের ৩টি বিভাগের ৭৬ কোটি টাকা লোকসান পুষিয়ে মূল মুনাফার খাতায় জমা হয়েছে প্রায় সাড়ে ২৮ কোটি টাকা। কেরুজ কমপ্লেক্স আরও লাভজনক করতে গ্রহণ করা হয়েছে নানামুখি পদক্ষেপ। তবে আগামি আখ মাড়াই মরসুম হুমকির মুখে পড়েছে। কেরুজ কমপ্লেক্সের বয়স পেরিয়েছে ৮৩ বছর। জোড়াতালি দিয়েই বারবার আখ মাড়াই মরসুমের কার্যক্রম চালু করা হয়ে থাকে। খানেকটা খুড়িয়ে খুড়িয়ে কোনোভাবে শেষ করা হয়ে থাকে আখ মাড়াই কার্যক্রম। লাগাতার যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়ে নাজেহালে পড়তে হয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। চিনি কারখানার দশা যা হোক না কেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন থেকে প্রতি বছরের আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্র বেধে দিতে কমতি করেন না কর্তাবাবুরা।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হোক বা না হোক বোঝা চাপিয়ে দিতে মোটেও

ভুল হয় না করপোরেশনের। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর কেরুজ চিনিকলের ২০২০-২১ আখ মাড়াই মরসুমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিলো। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কর্তৃক বেধে দেয়া লক্ষমাত্রা অনুযায়ি ওই মরসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপদন করতে হতো ৯ হাজার ৬২৫ মেট্রিকটন। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিকটন আখ, কৃষকের জমিতে ৬ হাজার ৯৮২ একর জমিতে ৯৪ হাজার মেট্রিকটন আখ রোপন করা হয়েছিলো।

এ ছাড়া বন্ধ হওয়া কুষ্টিয়া জগতি চিনিকলের আওতাধীন কৃষকদের ৩৬ হাজার মেট্রিকটন আখ কেরুজ চিনিকলে মাড়াই হওয়ার কথা থাকলেও শেষ অবধি তা কমে ১৪ হাজার মেট্রিকটন মাড়াই করা হয়। যে কারণে কেরুজ চিনিকলে ওই মরসুমে সর্বমোট আখ মাড়াই হওয়ার কথা ছিলো ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিকটন। ২৮ ফেব্রুয়ারি মাড়াই মরসুমের ৯৪ দিবস ছিলো।

ওই দিবসেই আনুষ্ঠানিকভাবে মিলের আখ মাড়াই মরসুমের সমাপনি ঘোষনা করা হয়। ওই মরসুমে ১ লাখ ১১ হাজার ৮৬২ মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করা হয় ৫ হাজার মেট্রিকটন। তবে ওই মরসুমে চমকপ্রদ ঘটনা ছিলো ৯৪ দিন কোন প্রকার যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াই বয়সের ভারে বুড়ো মিলটি আখ মাড়াই কার্যক্রম ছিলো অবিরাম। যে কারণে বাহ বাহ পেয়েছিলেন মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবু সাঈদ। তার যথাযত কর্ম কৌশল দুরদর্শিতা, দক্ষ নির্দেশনা, আন্তরিক মনভাব, শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মদ্দোম করে তোলা, সততা ও নিষ্টার প্রতিফলন বলেই মনে শ্রমিক-কর্মচারীরা।

২০২০-২১ অর্থ বছরে কেরুজ চিনি কারখানায় লোকসান গুনতে হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। চিনিকলের ৯টি খামার। খামারগুলো অব্যবস্থানা ও দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত হওয়ায় ফি বছরেই লোকসান গুনতে হয়। বরাবরের তুলনায় ব্যত্বয় ঘটেনি গত অর্থ বছরেও। অর্থাৎ এ অর্থ বছরে ৯টি খামারে লোকসান গুনতে হয়েছে ৩ কোটি ৮৫ লাখ ও পরিক্ষামুলক খামারে লোকসান হয়েছে ২০ লাখ টাকা। এছাড়া আকন্দবাড়িয়া জৈব সার কারখানা লাভের আশায় পথ চললেও দিনদিন অবশ্য লোকসানের অংকটা কমছে। ফলে বরাবর লোকসান গুনলেও এ বছরে তা লাভে পরিণত হয়েছে। এবার ২৫ লাখ টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে আকন্দবাড়িয়া জৈব সার করখানা থেকে। সব মিলিয়ে ২০২০-২১ অর্থ বছরে কেরুজ কমপ্লেক্স ৫টি বিভাগের মধ্যে চিনি, ৯ টি খামার ও পরিক্ষামুলক খামারে লোকসান গুনেছে ৭৬ কোটি ৫ লাখ টাকা।

এ দিকে মুনাফা অর্জন হয়েছে ডিস্টিলারী, হ্যান্ড সেনিটাইজার ও বায়োফার্টিলাইজার বিভাগ থেকে। ৫২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৭৩ প্রুপলিটার দেশি ও বিদেশী মদ উৎপাদন করে বাজারজাত করা হয়েছে ৪৬ লাখ ৯৬ হাজার প্রুপলিটার। এবার ১ লাখ ১৬১ হাজার কেস বিদেশী মদ বিক্রি করে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছে কেরুজ ডিস্টিলারী বিভাগ। ডিস্টিলারী বিভাগ থেকে সরকারকে ৭৩ কোটি ২০ লাখ টাকা রাজস্ব দিয়েও মুনাফা অর্জন হয়েছে ১শ ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা। বায়োফার্টিলাইজারে ভিনেগার উৎপাদনে মুনাফা অর্জিত হয়েছে ৩২ লাখ ৮৮ হাজার টাকা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনে ৫৫ লাখ টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে।

সর্বমোট মুনাফা অর্জন থেকে ওই অর্থ বছরে সরকারের রাজস্ব খাতায় ভ্যাট ও শুল্ক খাতে জমা দিতে হয়েছে ৭৩ কোটি ২০ লাখ টাকা। অর্জিত মুনাফার ১শ ৪ কোটি ৪০ লাখ টাকার মধ্যে ৭২ চিনি কারখানা, ৩ কোটি ৮৫ লাখ টাকা ৯ টি খামার ও পরিক্ষামূলক খামারের ২০ লাখ টাকা লোকসান পুষিয়ে ২৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লাভের মুখ দেখেছে। সরকার ২৫ কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিলেও তা টপকে এবার ২৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকায় পৌছেছে কেরুজ কমপ্লেক্স। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কেরুজজ কমপ্লেক্স মুনাফা অর্জন করেছে ১৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মুনাফা অর্জন হয় ১৫৮ কোটি ২৬ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারের রাজস্ব খাতায় জমা দেয়া হয় ৭৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা। রাজস্ব দিয়েও ডিস্টিলারী কারখানা লাভ হয়েছিলো ৮৪ কোটি ৩৪ লাখ ২২ হাজার টাকা। চিনি কারখানায় লোকসান গুনেছে ৬৮ কোটি ৫৭ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। ৫০ লাখ ৬১ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে বায়োফাটিলাইজারে। বাণিজ্যিক খামারগুলোতে লোকসান গুনেছে ৩ কোটি ৯৫ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। ২০ লাখ ৫৭ হাজার টাকা লোকসান গুনেছে আকন্দবাড়িয়া পরীক্ষামূলক খামারে। ফলে চিনিকলের ডিস্টিলারী কারখানা বাদে অন্যান্য ৪টি বিভাগে লোকসান গুনতে হয়েছে ৭৩ কোটি ২৪ লাখ ৮৬ হাজার টাকা। সরকারের রাজস্ব ও ৪টি বিভাগের লোকসান গুনার পরও কেরুজ কমপ্লেক্স ওই অর্থ বছরে লাভ হয়েছিলো ১১ কোটি ৯ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। সে হিসেব মতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের তুলনা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লাভের অংকটা বেশ মোটা থাকলে তা টপকালো ২০২০-২১ অর্থ বছরের লাভের অংক।

কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবু সাঈদ বলেন, এ অঞ্চলের অন্যতম অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি কেরুজ কমপ্লেক্স। সর্বক্ষেত্রে কেরুজ চিনিকলের অবদান রয়েছে । সরকারের এ মূল্যবান

সম্পদ।

শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর ৭২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু, উপজেলা আঃ লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু,সাধারণ সম্পাদক মাহ্ফুজ’র রহমান মঞ্জু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, উপজেলা কৃষি অফিসার সম্প্রসারণ অফিসার মাসুম আব্দুল্লাহ, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান, সমাজসেবা অফিসার গোলাম ছানোয়ার,মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আঃ মতিন,নির্বাচন অফিসার ইসহাক, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, বন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আইয়ূব আলী, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান কাজল,প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আঃ লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজী আঃ কাদির, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়রত আলী,

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন,উপজেলা আনসার ও জিডিপি’র প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, কুড়ালগাছিইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ এনামুল করীম ইনু, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন হোসেন, হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন সহ স্থানীয় সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কর্তৃক দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আগামী ৫ আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকীতে গ্রহণ করা হয়েছে কর্মসূচি। উপজেলা প্রশাসনের কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের স্বরণে শ্রদ্ধা নিবেদন,মিলাদ ও দোয়া মাহাফিলের আযোজনে সীদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কোটচাঁদপুরে নতুন ইউএনও দেলোয়ার হোসেন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার নতুন নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসাবে যোগদান করেছেন মোঃ দেলোয়ার হোসেন। গত বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) উপজেলার নির্বাহী কার্যালয়ে এসে দায়িত্বভার গ্রহন করেন।

তিনি সদ্য বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের স্থলাভিষিক্ত হলেন। দেলোয়ার হোসেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অর্নাস মাষ্টারর্স ডিগ্রি অর্জন শেষে বিসিএস ৩৩ তম ব্যাচের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হন।

এর আগে তিনি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ উপজেলায় দীর্ঘ ১ বছর ২৬ দিন নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দেলোয়ার হোসেন এর বাড়ি কুমিল্লা

জেলায়।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৪৬ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৩

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৪৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন ৩ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২১ জন, গাংনীতে ১৫ জন, মুজিবনগর ১০ জন।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৮৪ টি। তারমধ্যে ৪৬ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৩২ জন। তার মধ্যে সদরে ১৮৭ জন, গাংনীতে ২৪৮ জন এবং মুজিবনগরে ৯৭ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৪৩ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৬৪ জন, গাংনী ৪৮ জন ও মুজিবনগরে ৩১ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

চুয়াডাঙ্গা ডিঙ্গেদহ বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

জরিমানা আদায়

সরকার ঘোষিত চৌদ্দ দিনের লকডাউন বাস্তবায়ন ও কার্যকর করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা সদরের ডিঙ্গেদহ বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর সবুজ কুমার ও সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিখ হোসেনের নেতৃত্বে ডিঙ্গেদহ বাজারসহ আশেপাশের এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মঙ্গলবার বেলা সাড়ে পাঁচ সময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় দশটি মামলায় দশ জনকে সর্বমোট চৌদ্দশ টাকা এবং হেলমেট না থাকায় সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ অনুযায়ী দুই জনকে ছয়শত টাকা জরিমানা করা হয় মোবাইল কোর্ট এর পক্ষ থেকে।

গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলীর জনসচেতনতায় পথসভা

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতায় প্রচারণামুলক পথ সভা করেছেন গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী। মঙ্গলবার সকালে গাংনী পৌরসভা কার্যালয় থেকে পথ সভা শুরু করেন তিনি। পৌরসভা থেকে পথসভাটি শুরু করে গাড়াডোব গ্রামে গিয়ে শেষ হয়। পথসভায় গাংনী পৌরসভার অন্যান্য স্টাফরা অংশ গ্রহন করেন।
এসময় করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা সম্পর্কিত বিভিন্ন জন সচেতনতামুলক বার্তা প্রচার করেন। মেয়র আহমেদ আলী বলেন, আপনারা সুস্থ্য থাকলে আমারা সুস্থ্য থাকবো। আপনার পরিবার থেকে করোনা ভাইরাস কাউকে কেড়ে নিলে আপনার পরিবারের যে ক্ষতি হবে তা অপরুনীয় ক্ষতি। আপনার পরিবার থেকে কর্মক্ষম ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে কেউ আপনাদের মুখে ভাত তুলে দেবেনা।

আপনাদের বাঁচানোর জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক কঠোর লকডাউনের ঘোষনা দিয়েছেন সরকার।

সরকারের এ লকডাউন বাস্তবায়ন করতে প্রশাসন নানা ভঅবে চেস্টা করছে। কিন্তু আপনারা নিজেরা যদি নিজেদের পরিবারের কথা না ভঅবেন তাহলে আপনাদের ক্ষতি আপনারাই করবেন। তাই সকলকে সচেতন করতে আমরা আমাদের পৌরসভার স্টাফদের নিয়ে পতসভা শুরু করেছি। তিনি মেয়র আরো বলেন,মাস্ক ছাড়া বিনা প্রয়োজনে কেই বাহিরে বের হবেননা। সাবান দিয়ে নিয়মিত হাত পরিস্কার করার কথাও বলেন আহম্দে আলী। নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টায় গাংনী পৌর মেয়র আহম্দে আলীর পথসভায় এলাকাবাসীসহ পথচারিরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসময় পৌরসভার অফিস সহকারি জামিরুল ইসলাম টিক্কাসহ অন্যান্য স্টাফবৃন্দরা পথ সভায় অংশ গ্রহন করেন। পথসভার মাধ্যমে পথচারী ও এলাকাবাসীদের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।